নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৭.০১২.১৯-১১৮

তারিখ: ১১ ফাল্গুন ১৪২৬ / ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০

## পরিপত্র-৪

বিষয়: **চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনে অফিস খোলা রাখা, বিভিন্ন টিম ও কমিটি গঠন, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালার বিধানাবলি অনুসরণ, নির্বাচনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা ইত্যাদি**

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম বা অন্যান্য অনিয়ম নিষ্পন্নের জন্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নির্বাচনি তদন্ত কমিটি গঠনের কোন বিধান সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধিতে নেই। ফলে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র ও কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে নির্বাচনি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়নি। তবে নির্বাচনের বিভিন্ন অনিয়ম বিশেষ করে নির্বাচন আচরণ বিধি ভংগ ও প্রতিকার, নির্বাচনি ব্যয় নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখা, নির্বাচন বিধিমালা যথাযথ অনুসরণ, নির্বাচনের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং তদারকির জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উল্লিখিত নির্বাচনি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকারি ছুটির দিনে এবং অফিস সময়ের পরেও অফিস খোলা রেখে নির্ধারিত কার্যাদি সম্পাদন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এলক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ অত্যাবশ্যকীয়:

০২। **সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনে অফিস খোলা রাখা:** চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলর পদে নির্বাচনের সময়সূচি জারির পর হতে মনোনয়নপত্র দাখিলের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মনোনয়নপত্র দাখিল সম্পন্ন হলে পরবর্তীতে বাছাই, মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল কর্তৃপক্ষের (বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ ও আপিল কর্তৃপক্ষ) নিকট আপিল দায়ের ও আপিলকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপিলসমূহ নিষ্পত্তি করা হবে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত শেষ তারিখ অর্থাৎ **০৮ মার্চ ২০২০** তারিখ অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী দিনে অর্থাৎ **০৯ মার্চ ২০২০** তারিখে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ করতে হবে। **২৯ মার্চ ২০২০** তারিখ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ লক্ষ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বিশেষ করে তফসিল ঘোষণার তারিখ হতে ভোটগ্রহণের দিন পর্যন্ত সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনসহ প্রতিদিন ন্যূনপক্ষে সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত অফিস খোলা রাখতে হবে। যথাসময়ে সমুদয় কার্যাদি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সাপ্তাহিক বা সরকারি ছুটি ব্যতীত অন্যান্য দিনে অফিস সময়ের পর দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রয়োজনে সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনেও বিকাল ৫.০০টার পর অফিসে উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। একই সাথে জরুরি প্রয়োজনে অন্যান্য সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত অফিস/ প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছুটির দিন ও অফিস সময়ের পর খোলা রেখে উল্লিখিত কাজে সহায়তা প্রদানের জন্যও অনুরোধ জানাতে হবে। তবে উল্লেখ্য যে, মনোনয়নপত্র গ্রহণ, আপিল দায়ের ও প্রার্থীতা প্রত্যাহার সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৫.০০ টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

০৩। **নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখা:** নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা সকলের নিকট সমুজ্জ্বল ও সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসার এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

(১) বিশেষ কোন মহলের কোন প্রকার প্রভাব বা হস্তক্ষেপ নির্বাচনের নিরপেক্ষতা যাতে ক্ষুণ্ন করতে না পারে তা আইন, বিধিমালা ও আচরণ বিধিমালার আলোকে নিশ্চিত করা;

(২) নির্বাচনের ন্যায় একটি সংবেদনশীল, স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এমন কোন কাজ করবেন না, যার দ্বারা তাদেরকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় জনগণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হতে হয় এবং তারা যে পক্ষপাতদুষ্ট নন এমন ধারণা সৃষ্টির নিশ্চয়তা বিধানকল্পে প্রতিটি কাজে আইন ও বিধির যথার্থ প্রয়োগ ও অনুসরণ করা;

(৩) জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সাথে এলাকার জনগণের যৌথসভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকলকে ভোটদানে উদ্বুদ্ধ করা;

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

(৪) ভোটদানের জন্য ভোটারগণ যাতে নির্বিঘ্নে ও স্বাচ্ছন্দে ভোটকেন্দ্রে আসতে পারেন সে উদ্দেশ্যে নিশ্চয়তামূলক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী ভ্রাম্যমাণ ইউনিটসমূহ কর্তৃক নিবিড় টহলদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে এবং যে কোন প্রকার অশুভ কার্যকলাপ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সদা সতর্ক থাকার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণকে কঠোর নির্দেশ প্রদান; এবং

(৬) ভোটকেন্দ্রের অবস্থান সম্পর্কে ভোটারদের অবহিত করার জন্য নির্বাচনের পূর্বে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা।

০৪। **ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম গঠন:** নির্বাচন অনুষ্ঠান যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় এবং উক্ত নিরপেক্ষতা যাতে জনগণের নিকট দৃশ্যমান হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম গঠন করতে হবে। উক্ত টিমে বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটদেরও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। উক্ত টিমে সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন অফিসার সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। টিমে বেসরকারি পর্যায়ের দল নিরপেক্ষ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নির্বাচনি এলাকার ব্যাপ্তি বিবেচনায় প্রয়োজনে একাধিক ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম গঠন করতে হবে। জরুরি ভিত্তিতে উক্ত টিম গঠন করত টিমের সদস্যদের তালিকা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

০৫। **ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিমের কার্যাবলী:**

- সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নির্বাচনি আচরণ বিধি ভংগ হচ্ছে কিনা অথবা ভংগ হওয়ার আশংকা রয়েছে কিনা তা সরেজমিনে পরিদর্শন;
- নির্বাচনি প্রচারণা ও নির্বাচনি ব্যয় বাবদ নির্বাচন বিধিমালার ৪৯ বিধিতে নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে কিনা বা অন্যান্য বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে পরিদর্শন;
- আচরণ বিধিমালা ভংগের কোন বিষয় নজরে আসা মাত্রই বিধি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- অন্যান্য নির্বাচনি বিধি-নিষেধ ভঙ্গের ক্ষেত্রে মামলা দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে ফৌজদারি আদালতেও অভিযোগ (Complaint) দায়ের;
- এ ছাড়াও স্থানীয় পরিস্থিতির উপর ০৩ (তিন) দিন অন্তর অন্তর পূর্ণাংগ প্রতিবেদন রিটার্নিং অফিসারের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ;

টিমকে প্রয়োজনে উদ্ভূত সমস্যাবলি তাৎক্ষণিকভাবে নিরসনের পরামর্শ দিতে হবে। প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্ট বা তাদের পক্ষে অন্য কেউ আচরণ বিধিমালার কোন বিধি ভংগ করলে বা ভংগ করার চেষ্টা করলে বা বিধিমালার কোন বিধি বিশেষ করে নির্বাচনি ব্যয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন না করলে তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। তাছাড়া এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের নেতৃত্বে গঠিত ভ্রাম্যমাণ আদালতকেও তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করতে হবে।

০৬। **নির্বাচন মনিটরিং টিম গঠন:** রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে প্রার্থীদের প্রতিনিধি বা নির্বাচনি এজেন্ট সমন্বয়ে **নির্বাচন মনিটরিং টিম** গঠন করতে হবে। উক্ত টিমে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/সহকারী রিটার্নিং অফিসার সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। টিম গঠনের সাথে সাথে টিমের সদস্যদের নামের তালিকা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

০৭। **মনিটরিং টিমের কার্যাবলি নিম্নরূপ:**

- এই টিম নির্বাচন সংক্রান্ত আইন, বিধি, নির্বাচনি আচরণ বিধি এবং নির্বাচনের সার্বিক বিষয়াদি যথাযথ ও সঠিকভাবে পালন হচ্ছে কিনা তা তদারক করবে ও প্রতিপালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- এই টিম বিশেষ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে এবং অন্যথায় প্রতি ০৭ (সাত) দিন পর পর উল্লিখিত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করবে।

০৮। **আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল গঠন:** সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনি এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিতকরণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন ও সুসংহতকরণের লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল গঠন করতে হবে। এ সেলে অন্যান্য সদস্যগণ হবে পুলিশ সুপারের একজন প্রতিনিধি এবং সহযোগী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার (প্রতিটির একজন) মনোনীত কর্মকর্তা।

০৯। **আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেলের কার্যাবলি নিম্নরূপ:**

- এ সেল নির্বাচনি এলাকায় আইনশৃঙ্খলা সংরক্ষণকল্পে সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
- এ সেল আইনশৃঙ্খলাসহ সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাদি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করবে।

১০। **অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ:** সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে উল্লিখিত ব্যবস্থা ছাড়াও নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

(১) সকল শ্রেণির ভোটার যাতে অবাধে ও নির্ভয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও স্থানীয় আস্থাভাজন কর্মীদের সাথে সত্বর একটি এবং প্রয়োজনবোধে একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আইন ও বিধিগত দিক উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করতে হবে। কারও কোন অভিযোগ থাকলে তা অবিলম্বে তদন্তপূর্বক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;

(২) সকল স্তরের ভোটারদের এবং বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে ভোট দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যকলাপ সম্পর্কে যেন সকল শ্রেণির ভোটার (বিশেষ করে সংখ্যালঘু ভোটার ও মহিলা ভোটার) পূর্ব থেকে নিশ্চিত হতে পারেন তা উপযুক্ত প্রচারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

(৩) ভোটকেন্দ্রে এবং ভোটকক্ষের বাহিরে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসহ সকল বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার পরিচালনা জোরদার করতে হবে। চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের তালিকা প্রণয়নপূর্বক চাঁদাবাজ, মাস্তান ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের ব্যবস্থা করতে হবে;

(৪) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাদের সমর্থকগণ যাতে নির্বাচনি আচরণ বিধি মেনে চলেন এবং কোন তিক্ত, উস্কানিমূলক ও ধর্মানুভূতিতে আঘাত করে এমন কার্যকলাপ বা বক্তব্য প্রদান হতে বিরত থাকেন কিংবা অর্থ, পেশীশক্তি অথবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা কেহ নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে না পারেন এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা হয় তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১। **কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন:** নির্বাচনের সামগ্রিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটনের সকল বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) এবং মহানগরস্থ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনাক্রমে বিস্তারিত কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। কর্ম পরিকল্পনায় সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ভোটকেন্দ্র এবং ভোটকেন্দ্রের বাইরে ও নির্বাচনি এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভ্রাম্যমাণ দল মোতায়েন করে সকল শ্রেণির ভোটারদের ভোটদানে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে ভোটদানের নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করতে হবে।

১২। এ পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করছি।

২৪/২/২০২০

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-০২ অধিশাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
Email: sasemc1@gmail.com

প্রাপক : আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম

ও

রিটার্নিং অফিসার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ২০২০

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৭.০১২.১৯-১১৮

তারিখ: ১১ ফাল্গুন ১৪২৬ / ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'ল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, ..... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ

৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব ..... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৭. মহাপরিচালক, বিজিবি/কোস্টগার্ড/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৯. বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ ও আপিল কর্তৃপক্ষ
১০. উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, চট্টগ্রাম রেঞ্জ
১১. পুলিশ কমিশনার, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ, চট্টগ্রাম
১২. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৩. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৪. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
১৫. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৬. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারির প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৭. জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম
১৮. পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম
১৯. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২০. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ..... (সংশ্লিষ্ট)
২১. .....(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, .....(সংশ্লিষ্ট)
২৩. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, চট্টগ্রাম
২৪. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৫. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ....., এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৬. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৭. উপজেলা/ থানা নির্বাচন কর্মকর্তা,.....(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৮. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা.....(সংশ্লিষ্ট) থানা।

২৪/০২/২০২০

( মোহাম্মদ মোরশেদ আলম )
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০১ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০